সংবাদ

তারিখ ..... 1 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৭ কলাম ... ৩ ......

ঢাবিতে শিক্ষামন্ত্রী

এইচএসসি উত্তীর্ণ প্রত্যেকে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে

বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা পরিবেশক

এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রতিটি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে বলে নিশ্চিত করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শুক্রবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টিএসসি মিলনায়তনে শামসুন্নাহার হলের সাবেক ছাত্রীদের উদ্যোগে আয়োজিত 'পুনর্মিলনী-২০০৯ ও সাবেক প্রভোস্টদের সংবর্ধনা' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ নিশ্চয়তা দেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার ৪ লাখ ৪২ হাজার শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ডিগ্রি কলেজ

পাবে : পৃ: ২ ক: ৪

পাবে : সুযোগ

থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ লাখ ৩৫ হাজারেরও বেশি সিট রয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমান মান অর্জন করতে না পারায় একই মানের উচ্চশিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু উত্তীর্ণ প্রতিটি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে।

তিনি বলেন, উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবে না বলে যে প্রচারণা চালানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এসব প্রচারণা একদিকে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়ায় অন্যদিকে অভিভাবকরা আতঙ্কে ভোগেন যা একেবারেই কাম্য নয়।

মন্ত্রী বলেন, দেশের উচ্চশিক্ষার মান এখনও কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে পৌঁছেনি। ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য গবেষণা, জ্ঞানচর্চা, লাইব্রেরি এসব খাতে উন্নয়নের জন্য একটি বড় পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের মেধা বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হবে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, দেশে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্র অনেক প্রসারিত হয়েছে। সরকার ইতোমধ্যে ৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আরও ২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হবে বলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যায় সমতা এসেছে। আগামী বছর থেকে মাধ্যমিক স্তরে বিনামূল্যে বই দেয়া হবে। মানসম্মত শিক্ষক তৈরির কাজ সরকার হাতে নিয়েছে। ২০১১ সালের মধ্যে শতভাগ শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়মুখী করার আশা ব্যক্ত করেন তিনি।

'এসো মিলি প্রাণের বন্ধনে' স্লোগানকে ধারণ করে হলের বর্তমান প্রভোস্ট নাজমা শাহিনের সভাপতিত্বে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমানসহ ১৯৭২-১৯৯২ সাল পর্যন্ত হল সংসদের নারী নেত্রী এবং হলের সাবেক প্রভোস্টরা উপস্থিত ছিলেন।